কাজের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন

আদিপুস্তক ২ অধ্যায় ৮-১৫ পদ

আমরা কেন কাজ করি? বা কাজ কেন? এই কাজের কখন থেকে শুরু? কাজ কেন এত শ্রমসাধ্য? আমরা কি কখনও এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি? কাজ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা হল নীরস, শ্রমসাধ্য, নিরাশাপূর্ণ একঘেঁয়েমি, বিরক্তি, ইত্যাদি। আবার অনেক খ্রীস্ট বিশ্বাসী মনে করেন যে, পৃথিবীতে পাপের প্রবেশের ফলস্বরূপ আমরা কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। তাদের ধারণা, কাজ মূলত মন্দ বিষয়; আশীর্বাদপূর্ণ এদোন উদ্যানে পাপের প্রবেশের পর থেকে জীবনধারণের জন্য সমস্ত মানুষ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এমন ধারণা কখনও সত্য নয়। কারণ, প্রথমত, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষকে কাজে নিযুক্ত করেছেন; এবং দ্বিতীয়ত, পাপে পতন ও তার শাস্তি পাবার পূর্বেও মানুষ কাজ করত। কিন্তু পৃথিবীতে পাপ প্রবেশের ফলস্বরূপ কাজের প্রতি কী প্রকার প্রভাব পড়েছে? এর উত্তর আমরা আদিপুস্তক ৩.১৭-১৯ পদে পাই। ***"তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয় আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তা ভোজন কোরো না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তার ফল ভোজন করেছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হোল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করবে; আর উহাতে তোমার জন্য কন্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মাবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করবে। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করবে; তুমি তো তাহা হইতেই গৃহিত হয়েছ; কারণ তুমি ধূলি, এবং ধূলিতেই প্রতিগমন করবে।"***

অর্থাৎ, পাপে পতিত আমরা পাপের ফলস্বরূপ, কাজ করতে বাধ্য হয়েছি, এমন নয়। কিন্তু পাপে পতিত হবার ফলস্বরূপ, কাজ আমাদের কাছে অর্থহীন, কঠিন ও শ্রমসাধ্য বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ, কাজ করতে গিয়ে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। কারণ, আদমের পাপের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে পাপ প্রবেশের পূর্বে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট মনোরম এদোন উদ্যানে আমাদের উপকার ও পূর্ণতার কথা চিন্তা করে মানুষকে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন; যখন কাজ ছিল ঈশ্বর-দত্ত উপহার বা আশীর্বাদের বিষয়। তাই কাজ হোল, ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করার ও আমাদের সামর্থ প্রয়োগ করার সুন্দর সুযোগ। কারণ, কাজের দ্বারা আমরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক হতে পারি।

কিন্তু আমরা একটা বিষয় দেখে অবাক হই যে, মানুষকে কাজে নিযুক্ত করার আগে তিনি তার জন্য বিশ্রামদিনের আয়োজন করেছিলেন। আমরা প্রথমে কাজ এবং পরে বিশ্রামের কথা চিন্তা করি। তাই, আমরা প্রত্যেকেই যখন বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করি; তখন প্রথমে, আমরা কাজের ফর্দ তৈরী করি এবং শেষে যদি সম্ভব হয়, বিশ্রাম বা অবকাশের কথা চিন্তা করি। ঈশ্বর কিন্তু আমাদের জন্য এমনটি করেননি; তিনি প্রথমে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন এবং তারপর আমাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই, বিশ্রাম ও কাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজ করার জন্য আমাদের যে শক্তি, জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজন, তা যেন আমরা বিশ্রাম দিনের শারিরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক আশীর্বাদের দ্বারা প্রথমে গ্রহণ করি। আরেকটি বিষয়, সাত দিনের সপ্তাহের একটি দিনকে বিশ্রামদিন হিসাবে চিহ্নিত করায় সপ্তাহের অন্য ৬টি দিনকে ঈশ্বর স্বাভাবিকভাবেই কাজের দিন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকর্মের ধরনকে অনুসরণ করেই, মানুষের জন্য ১দিন বিশ্রাম ও ৬দিন কাজ করার নিয়ম স্থাপন করেছেন। আমরা যেন কখনও এই নিয়মকে ভেঙ্গে ৬দিন বিশ্রাম ও ১দিন কাজে রূপান্তরিত না করি।

আরও একটি বিষয়ে আমরা নজর দেব। ঈশ্বর মানুষকে কাজ দেবার আগে তার কাজ করার পরিবেশকে প্রথমে তৈরী করেছেন। পিতা হিসাবে সন্তানের উপর কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া নয়; কিন্তু, প্রথমে তিনি সন্তানের কথা চিন্তা করেছেন, সন্তান যাতে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

কাজ করতে পারে, তার জন্য প্রথমে ব্যবস্থা নিয়েছেন। ৮ পদে, ঈশ্বর স্বয়ং আদমের থাকার জন্য পূর্বদিকে, এদোন উদ্যান প্রস্তুত করেন। হিব্রু ভাষায় **"এদোন"** শব্দের অর্থ **"পরমানন্দ"** বা **"প্রচুর জলের স্থান।"** ঈশ্বর নিজে আদমের জন্য এই স্বর্গোদ্যান নির্মাণ করেন। আদমের জীবনধারণের কথা চিন্তা করে ঈশ্বর সেই উদ্যানে সবধরনের সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষ নির্মাণ করলেন (৯ পদ)। জলকে জীবন, বৃদ্ধি ও শক্তিদায়ক বিষয় হিসাবে চিন্তা করা হয়। তাই, ঈশ্বর আদমের জন্য এদোন উদ্যানে প্রচুর জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাগানে জল সরবরাহ করার জন্য যেমন সেখানে প্রচুর জল ছিল; ঠিক তেমনই সেখান থেকে সেই জল অন্যত্র পৌঁছে দেবার জন্য ছিল ৪টি বড় নদী। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন, জীবনের প্রাচুর্য এদোন উদ্যানকে পূর্ণ করে এবং উপ্‌চে পড়ে তা চারদিকে ছড়িয়ে যায়। যে ৪টি নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে *পীশোন* ও *গীহোন* নদী সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না; কিন্তু *টাইগ্রিস্ (হিদ্দেকল)* এবং *ইউফ্রেটিস্ (ফরাৎ)* নদী আমাদের সুপরিচিত। তবুও পৃথিবীর মাটিতে এদোন উদ্যানের সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্য করা কঠিন। ১১ পদে যে হবীলা দেশের (যেখানে বিভিন্ন বহুমূল্য রত্ন, স্বর্ণ, গুগ্‌গুল্ ও গোমেদ পাওয়া যায়) কথা বলা হয়েছে, আদি ১০.৬ পদে তা কূশের সঙ্গে সম্পর্কিত; এবং ১০.৮, ১০ পদে কূশ বাবিলের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই, অনেকে এদোন উদ্যানকে মধ্যপ্রাচ্য তথা ইরাকের বা মেসোপটেমিয়ার কোন স্থান হিসাবে চিন্তা করেন। যদিও আমরা এদোন উদ্যানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য করতে পারি না; তথাপি, এদোন উদ্যান সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভে তা কোনভাবেই বাধাস্বরূপ নয়। আদমের জন্য বাসযোগ্য ও কর্মযোগ্য পরিবেশের কথা চিন্তা করে, ঈশ্বর এদোন উদ্যানে তাঁর আশীর্বাদ ঢেলে দিয়েছিলেন, ও সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

বসবাস ও কাজের এমন সুন্দর পরিবেশ তৈরী করার পর ঈশ্বর আদমকে এদোন উদ্যানের কৃষিকর্ম ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। ১৫ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে সদাপ্রভু আদমকে নিয়ে এদোন উদ্যানের কৃষিকর্ম ও রক্ষার্থে সেখানে রাখলেন।"*** ১৯-২০ পদে বলা হয়েছে, ***"সদাপ্রভু মাটি থেকে সমস্ত বন্য পশু ও আকাশের সমস্ত পক্ষী নির্মাণ করলেন; পরে আদম তাদের কী কী নাম রাখবেন, তা জানতে সেই সমস্তকে তার কাছে আনলেন, তাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখলেন, তার সেই নাম হল। আদম যাবতীয় গ্রাম্য পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখলেন।"*** এইভাবে, ঈশ্বর নিজে আদমকে এদেন উদ্যানে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আজ শুরুতে আমরা মানুষের কাজ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিলাম, এখানেই তার সমস্ত উত্তর পাই।

১। কাজ করার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের অনুসরণকারী হই। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ায়, আমরা তাঁর সৃষ্টিধর্মী কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারি। আমরা আমাদের নিজেদের হাতে আমাদের জীবনের গতিবিধিকে পরিচালিত করতে পারি ও আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সংগ্রহ করতে পারি। ঈশ্বর নিজে ৬দিন সৃষ্টিকাজ সম্পন্ন করে ও ১দিন সৃষ্টিকাজ থেকে বিশ্রাম নিয়ে আমাদের কাছে উদাহরণ তুলে ধরেছেন। অন্যান্য ধর্মে আমরা বিভিন্ন দেবদেবীদের দেখতে পাই, যারা সম্পূর্ণ অবসর বিনোদনের দ্বারা বা মানুষদের খাটিয়ে জীবন ধারণ করে। কিন্তু আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর কাজ করেন, তিনি সর্বদা কাজ করে চলেছেন (যোহন ৫.১৭)। কাজের মূল্য ও মর্যাদা আছে, কারণ ঈশ্বর নিজে কাজ করেন। যীশু নিজে মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে একদিকে যেমন ছুতোর মিস্ত্রির কাজের দ্বারা শারীরিক শ্রম করেছেন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের ব্যস্ততার জীবনের দ্বারা মানসিক শ্রমও করেছেন, যা তাঁকে নৌকাতে পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছিল। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরের সহকর্মী হবার জন্য ঈশ্বর আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

২। কাজ করার দ্বারা আমরা অন্যদের ভার বহন করি। ১ থিষ ২.৭-৯ পদে, পৌল থিষলনীকীয়তে কেবল সুসমাচার প্রচার নয়, কিন্তু দিনরাত পরিশ্রম ও আয়াসে কাজ করার কথা বলেছেন; আবার, ২ থিষ ৩.৭-১০ পদে বিশ্বাসীদের কাছে আদর্শ প্রদর্শন করতে পৌল ও তাঁর

সঙ্গীরা কারও ভারস্বরূপ না হয়ে, দিনরাত কাজ করেছেন; যেন তারা শিক্ষা পায় যে, ***"যদি কেউ কাজ করতে না চায়, তবে সে আহারও না করুক।"***থিষনীকীয় মণ্ড লীর বিশ্বাসীরা যখন প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের কথা চিন্তা করে সমস্ত কাজ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়েছিল, তখন পৌল তাদের না কাজ করলে, খেতেও নিষেধ করেছেন।

অবশ্য, একথা খুবই স্পষ্ট যে, পৌল এই কথাগুলি সেখানকার অলস, কাজ করতে আগ্রহী নয়, এমন মানুষদের উদ্দেশে বলেছিলেন। আজকের দিনে বেকার সমস্যা কিন্তু অন্য কথা। অবশ্য, এ বিষয়ে আমাদের একটি নীতি স্মরণে রাখতে হবে --- "ঈশ্বরের গৌরবকারী কোন কাজই ছোট বা নোংরা নয়।" কাজকে ছোট বা অযোগ্য চিন্তা করে নিজেকে বেকার করে রাখাকে ঈশ্বর কখনও প্রশ্রয় দেন না। স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের সেবায় এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে যখন জঘন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত গ্রহণ করার আদর্শ আমাদের কাছে রেখেছেন; তখন কোনও কাজ কি কখনও ছোট হতে পারে? তাই, ঈশ্বরদত্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে আমাদের নিজেদের কাজ করতে, স্বহস্তে পরিশ্রম করতে যত্নবান হতে, পৌল বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন; যেন বাইরের লোকদের কাছে তারা শিষ্টাচারী হয় এবং তাদের যেন কিছুরই অভাব না থাকে (১ থিষ. ৪.১১-১২)। এর দ্বারা আমরা কেবল বাক্যের দ্বারা নয়, কিন্তু আমাদের জীবনের দ্বারা হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ পাই। তাই, কর্মক্ষেত্রে খ্রীস্টবিশ্বাসী আর পাঁচ জনের থেকে পৃথক। অন্যদের ন্যায়, তার কর্মজীবন কখনও অলস, কাজে ফাঁকি দেওয়া বা অনৈতিক হবে না। পরিবর্তে, নিজের দায়িত্ব সঠিক ও নৈতিকভাবে পালন করে, অন্যকে সাহায্য করে সে যে আদর্শ স্থাপন করবে; তাতে সে সকলের প্রিয় হবে, এবং তার কাছে অন্যরা সুসমাচার শুনতে আগ্রহী হবে। এইভাবে, যখন আমরা প্রকৃত ঈশ্বরকে জেনে, তাঁকে অনুসরণ করে অন্যের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করব, তখন কোন নেতাকেই কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য চীৎকার করতে হবে না।

৩। কাজ করার দ্বারা আমরা আমাদের জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করি। এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা কোনও কাজ করতে আগ্রহী নয়; আবার কিছু মানুষ আছে যারা কাজ-পাগল। আদিপুস্তকের সৃষ্টিকাহিনী এই দুই ধরনের লোকের আচরণের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয়। বাইবেলের শিক্ষানুসারে, আমরা বেশি সময় বিশ্রাম থেকে কাজের মধ্যে কাটাব; এবং অলসতাকে আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখব। কিন্তু বিশ্রামদিনকেও পবিত্র বলে মান্য করব --- কারণ, ঈশ্বর নিজে বিশ্রামদিন পবিত্র রূপে মান্য করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। তাই, আমরা যেমন সারা সপ্তাহ ঘুমিয়ে কাটাব না, আবার সারা সপ্তাহ কাজ করেও কাটাব না। কিন্তু ৬দিন পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করব ও ১দিন প্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন হিসাবে পালন করব।

কাজ অভিশাপ নয়; কিন্তু আশীর্বাদ। কাজের দ্বারা আমরা ঈশ্বর অনুসরণকারী হই; কাজের দ্বারা আমরা অন্যদের ভারবহন করি;কর্মজীবনের দ্বারা আমরা অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি; এবং কাজের দ্বারা আমরা আমাদের জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করি। আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন রকমের সামর্থ প্রভু দিয়েছেন;আমাদের সুযোগও আছে বিভিন্ন প্রকারের। আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, অপরের মঙ্গলসাধন এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য, এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন দিয়ে ঈশ্বর কী করতে চান। শেষ বিচারের দিন, যেদিন আমাদের ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হবে, সেদিন যেন আমরা সবাই আমাদের কর্মজীবনের দ্বারা তাঁর ইচ্ছা পালন করার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারি।